রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, এপ্রিল ২৪, ১৯৮৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ মন্ত্রণালয়

অর্থ বিভাগ

বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা, ২৪শে এপ্রিল ১৯৮৪

নং এস, আর, ও, ১৫৬-এল/৮৪—১৯৮৩ সালে গঠিত এডহক পাবলিক একাউন্টস কমিটি নিয়ন্ত্রণ উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি নিম্নলিখিত বিধিসমূহ জারী করিলেন, যেমন—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনামা—এই বিধিসমূহকে "এডহক পাবলিক একাউন্টস কমিটি নিয়ন্ত্রণ-কারী বিধিসমূহ ১৯৮৩" বলা হইবে।

২। সংজ্ঞা—প্রসংগের প্রয়োজনে অন্যরূপ না হইলে এই বিধিসমূহে—

(ক) 'কমিটি' বর্ণিত ১৯৮৩ সালের ১৯শে অক্টোবর তারিখের অর্থ বিভাগের বিজ্ঞপ্তি নং এম, এফ, পি/এফ, ডি/প্রশাসন-৮/পি এ সি-১/৮৩/৩০ দ্বারা এড-হক পাবলিক একাউন্টস কমিটিকে বুঝাইবে ;

(খ) 'বৈঠক' বলিতে কমিটির বা কোন সাব-কমিটির আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত দিনের কার্যকালকে বুঝাইবে ;

(গ) 'সদস্য' বলিতে কমিটির সদস্যকে বুঝাইবে ;

(ঘ) 'সভাপতি' বলিতে কমিটির সভাপতিকে বুঝাইবে এবং বৈঠক চলাকালীন সময়ে যিনি সভাপতির দায়িত্ব পালন করিতেছেন তাঁহাকেও বুঝাইবে; এবং

(ঙ) 'সরকার' বলিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে বুঝাইবে।

৩। কমিটি হইতে পদত্যাগ—রাষ্ট্রপতিকে সম্বোধন করিয়া স্বহস্তে লিখিত আবেদনের মাধ্যমে কোন সদস্য কমিটি হইতে পদত্যাগ করিতে পারিবেন।

মূল্য : ৩০ পয়সা

৪। কমিটির সভাপতি—(১)কমিটির সভাপতি সকল বৈঠকে সভাপতিত্ব করিবেন।

(২) সভাপতি যদি কমিটির কোন বৈঠক হইতে অনুপস্থিত থাকেন, কিংবা অন্য কোন কারণে তাঁহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হন, তাহলে কমিটি অপর কোন সদস্যকে উক্ত বৈঠকের সভাপতি নির্বাচিত করিবেন।

৫। কোরাম—(১) মোট সদস্য সংখ্যার এক তৃতীয়াংশের যতদূর কাছাকাছি হয় এমন সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম হইবে।

(২) বৈঠক চলাকালীন কোন সময়ে যদি কোরাম না থাকে, তাহা হইলে সভাপতি কোরাম না হওয়া পর্যন্ত বৈঠক স্থগিত রাখিবেন, নতুবা বৈঠক মুলতবী করিবেন।

৬। কমিটিতে ভোট গ্রহণ—উপস্থিত ভোটদানকারী সদস্যদিগের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে কমিটির সকল প্রশ্নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

৭। সভাপতির নির্ণায়ক ভোট—কোন প্রশ্নে সমসংখ্যক ভোটের ক্ষেত্রে সভাপতি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোটদান করিতে পারিবেন।

৮। সাব-কমিটি নিয়োগের ক্ষমতা—(১) কমিটি এক বা একাধিক সাব-কমিটি নিয়োগ করিতে পারিবেন। এই সকল সাব-কমিটির রিপোর্ট মূল কমিটির বৈঠকে অনুমোদন লাভ করিয়া থাকিলে মূল কমিটির রিপোর্ট হিসাবে বিবেচিত হইবে।

(২) সাব-কমিটিতে প্রেরিত নির্দেশনামায় পরীক্ষণীয় প্রশ্ন সম্পর্কিত বিষয় অথবা বিষয়াদি পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করিতে হইবে। মূল কমিটি সাব-কমিটির রিপোর্ট বিবেচনা করিবেন।

৯। কমিটির বৈঠক ও বৈঠকের স্থান—(১) সভাপতি যেরূপ নির্ধারণ করিয়া দিবেন, অনুরূপ স্থান, দিবস ও সময়ে কমিটির বৈঠক বসিবে;

তবে শর্ত থাকে যে, কমিটির সভাপতি ঐ সময়ে উপস্থিত না থাকিলে কমিটির সদস্য-সচিব স্থান, দিন ও ক্ষণ ধার্য করিয়া দিতে পারিবেন।

(২) কমিটির বৈঠক একান্ত পরিবেশে অনুষ্ঠিত হইবে।

১০। দলিল চাহিয়া পাঠান ও সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষমতা—(১)সদস্য-সচিব কর্তৃক স্বাক্ষরিত নির্দেশ অনুযায়ী যে কোন কর্মকর্তা/সাক্ষীকে ডাকা যাইবে এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে কমিটির নিকট উপস্থিত হইবেন ও কমিটিতে প্রয়োজনীয় সকল দলিল দাখিল করিবেন।

(২) কমিটি স্বীয় বিবেচনায়, প্রদত্ত যে কোন সাক্ষ্য বিষয়কে গোপনীয় অথবা একান্ত বিবেচনা করিতে পারিবেন।

(৩) কমিটির অনুমোদন না লইয়া কমিটিতে পেশ করা হইয়াছে এমন কোন দলিল ফেরত দেওয়া চলিবে না, অথবা উহার পরিবর্তন করা চলিবে না।

১১। রেকর্ড, কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ডাকিয়া পাঠাইবার ক্ষমতা—রেকর্ড, কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে/কর্মকর্তাকে ডাকিয়া পাঠাইবার ক্ষমতা কমিটির থাকিবে;

তবে শর্ত থাকে যে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বা স্বার্থ বিঘ্নিত হইতে পারে এই কারণে সরকার কোন দলিল পেশ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে পারেন।

১২। **সাক্ষ্য গ্রহণ করিবার পদ্ধতি**—কমিটিতে উপস্থিত সাক্ষীর সাক্ষ্য নিম্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হইবে:—

(১) সাক্ষ্য গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্য কোন সাক্ষীকে উপস্থিত করিবার পূর্বে কমিটি সাক্ষ্যদানের পদ্ধতি এবং সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করা হইবে এমন প্রশ্নাদির প্রকৃতি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

(২) এই বিধির (১) উপ-বিধিতে উল্লেখিত পদ্ধতি অনুযায়ী সভাপতি প্রথম সাক্ষীকে এমন সব প্রশ্ন অথবা প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিতে পারিবেন, যাহা তাঁহার বিবেচনা পরীক্ষণীয় বিষয়ের সহিত সম্পর্কিত মনে হইবে।

(৩) সভাপতি কমিটির অন্যান্য সদস্যকে এক এক করিয়া অন্য সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(৪) পেশ করা হয় নাই এই ধরণের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয় পেশ করিবার জন্য সাক্ষীকে নির্দেশ দেওয়া যাইতে পারিবে এবং সাক্ষীর বিবেচনামতে কমিটির গোচরে আনা প্রয়োজনীয় এমন বিষয়গুলিও পেশ করা যাইবে।

(৫) কমিটি শ্রুত সাক্ষ্যের কার্য বিবরণীর একটি হুবহু রেকর্ড রক্ষা করিবেন।

(৬) কমিটির সকল সদস্যকে উক্ত কমিটিতে প্রদত্ত সাক্ষ্য সরবরাহ করা যাইবে।

১৩। **কমিটিতে গৃহীত সিদ্ধান্তের রেকর্ড**—কমিটিতে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের একটি রেকর্ড রাখা হইবে এবং সভাপতির নির্দেশক্রমে উহা সদস্যদিগকে সরবরাহ করা হইবে।

১৪। **গোপনীয় বিবেচনা হইবে এমন সাক্ষ্য রিপোর্ট ও কার্যাবলী**—কমিটি এইরূপ নির্দেশ দিতে পারিবেন যে সম্পূর্ণ সাক্ষ্য বিষয়ে অথবা উহার অংশ, অথবা উহার সারাংশ রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হউক।

১৫। **বিশেষ রিপোর্ট**—কমিটির বিবেচনাধীনে রহিয়াছে এমন বিষয়ের সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না হইলে, কিংবা আনুষংগিকভাবে উহার সহিত সংশ্লিষ্ট না হইলেও কমিটি যদি মনে করেন যে, উহার কার্যকালের সময় এমন সকল বিষয়ের উদ্ভব হইয়াছে বা প্রকাশ পাইয়াছে, যাহা রাষ্ট্রপতির গোচরীভূত হওয়া প্রয়োজন, অনুরূপক্ষেত্রে কমিটি বিশেষ রিপোর্ট প্রস্তুত করিতে পারিবেন।

১৬। **কমিটি রিপোর্ট**—(১) কমিটি প্রতি তিন মাস পর পর উহার কাজের অগ্রগতি সম্বন্ধে একটি রিপোর্ট রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করিবেন।

(২) রিপোর্ট প্রাথমিক অথবা চূড়ান্ত হইতে পারে।

(৩) সভাপতি কমিটির পক্ষ হইতে উক্ত কমিটির রিপোর্ট সই করিবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সভাপতি অনুপস্থিত থাকিলে, কিংবা যথাসময়ে তাঁহাকে না পাওয়া গেলে কমিটি উহার পক্ষ হইতে রিপোর্ট সই করিবার জন্য অপর কোন সদস্যকে নির্বাচিত করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এম, মুস্তাফিজুর রহমান
সচিব।

খন্দকার ওবায়দুল মোত্তাদের, ডেপুটি কন্ট্রোলার, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা, কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মতিন সরকার, ডেপুটি কন্ট্রোলার, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা, কর্তৃক প্রকাশিত।